তারিখ 14 MAY 2005
পৃষ্ঠা

যুগান্তর

ঢাবির অমর একুশে হলে দা বঁটি লাঠি নিয়ে সংঘর্ষ

৭ জন আহত : গ্রেফতার ১ জন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

সিটে ছাত্র ওঠানোকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলে ছাত্রদলের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে অন্তত ৭ জন আহত হয়। পুলিশ একজনকে ঘটনাস্থল থেকে ধরে নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় রমনা থানায় মামলা হয়েছে। হলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পরবর্তী ঘটনা এড়াতে হলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হল সূত্র জানায়, ছাত্রদলের হল শাখা সাংগঠনিক সম্পাদক আনিস ও যুগ্ম সম্পাদক জহিদের নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে ছাত্রদল কর্মী লিংকন, তপু, আরিফ, শাহানাতসহ বেশ কয়েকজন রফিক ভবনের ৩০৬ নম্বর কক্ষে ছাত্র

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

সংঘর্ষ : ঢাবিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওঠাতে যায়। (এই একটি মাত্র) হলে সাধারণত সিট বণ্টনের কাজ হল কর্তৃপক্ষই করে থাকেন। এ কারণে তখন ওই রুমের ছাত্র রয়েল, আজাদ ও আফজাল বাধা দেয় ছাত্র ওঠাতে। তখন এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হাতাহাতি থেকে সংঘর্ষে রূপ নেয়। উভয়পক্ষ তখন বঁটি, দা এবং লাঠিসোটা নিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুমের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রদল কর্মীদের বঁটি দিয়ে ভোপাতে শুরু করে। তখন ছাত্রদলের কর্মীরাও সাধারণ ছাত্রদের রড, লাঠিসোটা নিয়ে মারধর করে। এ খবর মুহূর্তে হলে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলের অন্য কর্মীরাও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এক সুযোগে ওই রুমের ছাত্ররা রুম থেকে বের হয়ে ৩০২ নম্বর কক্ষে আশ্রয় নিলে ছাত্রদলের কর্মীরা সেখানে হামলা চালায়। তারা ৩০২ নম্বর কক্ষ ভাংচুর করে। ৩০৬ নম্বর কক্ষের বইপত্র, বিছানা, আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। কক্ষের মূল্যবান মালামাল এ সময় লুটপাট হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

সংঘর্ষকালে বঁটির কোপে লিংকন গুরুতর আহত হয়। আফজালকে তিনতলা থেকে ফেলে দেয়া হয়। এছাড়া সংঘর্ষে আজাদ, রয়েল, শাহানতসহ অন্তত ৭ জন আহত হয়। ছাত্রদল কর্মীরা ৩০২ নম্বর কক্ষ থেকে রয়েল নামে এক সাধারণ ছাত্রকে ধরে এনে গেস্ট রুমে আটকে মারধর করে। গণপিটুনির একপর্যায়ে হল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। পরে ছাত্রদলের দাবির মুখে পুলিশ তাকে আটক করে বলে জানা যায়। সংঘর্ষের খবর পেয়ে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আখতার হোসেন খান ও হাউস টিউটররা হলে আসেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। এ সময় রমনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান লাঞ্ছিত হন।

এ ঘটনায় ছাত্রদল কর্মী লিংকন বাদী হয়ে রমনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় রয়েলসহ কয়েকজন আসামি রয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রয়েল রমনা থানায় আটক রয়েছেন।

ঘটনা তদন্তে হল কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। রাতেই ৩০৬ নম্বর কক্ষ সিলগালা করে দেয়া হয়েছে বলে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক আখতার হোসেন খান জানান। তিনি যুগান্তরকে বলেন, এই একটি মাত্র হলেই শুরু থেকে মতাদর্শ নির্বিশেষে সব ছাত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রয়েছে। সবাই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করছে। হলে বিরাজমান পরিবেশ বজায় রাখতে তিনি সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

এর আগে সিট সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর খোকন নামে ছাত্রদলের এক নেতাকে পিটিয়ে ও শাবল দিয়ে কুপিয়ে জহুরুল হক হলে ছাত্রদলেরই প্রতিপক্ষ গ্রুপের ক্যাডাররা মেরে ফেলে।

এছাড়া সিট সংক্রান্ত ঘটনায় গত ৮ মে জহুরুল হক হলে ছাত্রশিবিরের তিন কর্মীকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়া হয়।